কুষ্টিয়া সুগার মিলের ৫৩ টন চিনি উধাও

কুষ্টিয়া সুগার মিলের স্টোর থেকে প্রায় ৫৩ টন চিনি উধাও হয়ে গেছে। এ ঘটনায় মিলের স্টোর কিপার ফরিদুল হককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কুষ্টিয়া সুগার মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রাকিবুর রহমান খান।

কুষ্টিয়া সুগার মিল সূত্রে জানা গেছে, ২ জুন মিলের স্টেটমেন্ট দেখার জন্য তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি ৩ জুন প্রতিবেদন জমা দেয় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে। স্টেটমেন্টে ১২১ টন চিনি থাকার কথা থাকলেও প্রায় ৫৩ টন ঘাটতি দেখা যায়। এতে দায়িত্বরত স্টোর কিপার ফরিদুল হককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।

মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রাকিবুর রহমান খান বলেন, স্টোরে চিনির হিসাব করার জন্য প্রথমে দুই সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ৩ জুন প্রতিবেদন জমা দিলে দেখা যায়, ৫৩ টন চিনির ঘাটতি আছে। এতে স্টোর কিপার ফরিদুল হককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে তার অপরাধের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

তিনি বলেন, এ ঘটনায় আরেকটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী ৭ দিনের মধ্যে তারা চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেবেন। আমরা বিষয়টি সদর দফতরকে জানিয়েছি। জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আদালতের আদেশ অমান্য করে দখলবাজীর চেষ্টা নাজির উদ্দিনের

কুমারখালী উপজেলার দক্ষিণ মুলগ্রাম এর আহাম্মদ আলীর বসতভিটা

দখলের পায়তারা চালাচ্ছে তার ভাই আহাতাব আলীর ছেলে নাজির উদ্দিন। এ বিষয়ে কুষ্টিয়া জেলা দায়রা জজ আদালতে একটি মামলা দায়ের করা হলে আদালতের আদেশ অমান্য করে আহাতাব আলী ও তার বড় ছেলে মোঃ নাজির উদ্দিন ও মোঃ ফিরোজ কামাল জোরপূর্বক ভাবে বিভিন্ন হুমকি-ধামকির মাধ্যমে আহাম্মদ আলী বসতভিটা দখলের চেষ্টা চালাচ্ছিল কিন্তু পুলিশের হস্তক্ষেপে প্রথম দফায় ব্যর্থ হলে দ্বিতীয় দফায় শুক্রবার সকালে লাঠিসোটা নিয়ে আহমদ আলীর বসতভিটায় দখলের জন্য গেলে কুমারখালী থানা পুলিশকে জানালে ঘটনাস্থলে পুলিশ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে নাজির উদ্দিনসহ তার লোকজন কে ফিরিয়ে দেয়।

এ বিষয়ে আহাম্মদ আলীর কাছ থেকে জানতে চাইলে তিনি বলেন আজ প্রায় ৪০ থেকে ৫০ বছর আমি এই সম্পত্তি ভোগ দখল করে আসছি কিন্তু আমার ভাই তার ছেলে নাজির উদ্দিন বিল্ডিং বাড়ি করার জন্য আমার জমি সহ আমার বসত ভিটা জোরপূর্বক ভাবে দখলের চেষ্টা করেন কিন্তু আমি এতে রাজি না হলে আমার ও আমার পরিবারের সবাইকে হত্যার হুমকি দেয় এবং বিভিন্ন লোকজনের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে হুমকি দিয়ে আসছে এ বিষয়ে আমার ছেলে বাদী হয়ে কুমারখালী থানা তে একটি সাধারণ ডায়েরি করে।

এবং শুধু তাই নয় বিল্ডিং বাড়ি বানাতে যে সরঞ্জাম কাজে লাগে সে সরঞ্জামগুলো এমন ভাবে রাখা হয়েছে আমি বাড়ির মধ্যে গৃহবন্দী মতো জীবন যাপন করছি। এ বিষয়ে আমি ও আমার পরিবারের নিরাপত্তা চেয়ে আমার ভাই ও তার ছেলেদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবির জানাচ্ছি। এই নাজির উদ্দিন এর সম্পর্কে এলাকাবাসীর কাছে জানতে চাইলে বেরিয়ে আসে চাঞ্চল্যকর অনেক তথ্য, তার একসময় চরমপন্থীদের সঙ্গে ভালো সখ্যতা ছিল আর এই প্রভাবের কারণেই তিনি আইনের তোয়াক্কা না করেই তার প্রভাব বিস্তারের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে, এবং কি এই নাজির উদ্দিন কাঁচামাল সিন্ডিকেটের সঙ্গেও জড়িত গত কয়েক মাস আগে যখন বাজারে পিয়াস সংকট ছিল তখন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ পিয়াস পায় এ কারণে তাকে গুনতে হয়েছিল মোটা অঙ্কের জরিমানা।

এদিকে নজির উদ্দিন এর সঙ্গে যোগাযোগের ব্যর্থ হলে কুমারখালী থানা পুলিশের পক্ষ থেকে জানান, এ বিষয় টি কুষ্টিয়া কোর্টে মামলা হয়েছে যেহেতু এটি কোর্টের বিষয়। কিন্তুুু এই নজির উদ্দিন কোর্টের আদেশ অমান্য করে গতবার জোরপূর্বক ভাবে আহমদ আলীর বসতভিটা দখলের চেষ্টা চালাচ্ছিল কিন্তু কুমারখালী থানা পুলিশ

তাকে বাধা দেয় এবং আইন মেনে চলার পরামর্শ দেয় কিন্তু তিনি তা না মেনে এবারও দখলের চেষ্টা চালালে কুমারখালী থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তা বাধা দেয় এবং এ বিষয়ে থানা তে একটি সাধারণ অভিযোগ হয়েছে আমরা আইন-শৃঙ্খলার রক্ষার্থে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাবো যাতে ওখানে কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়।

কুষ্টিয়ায় এনআইডি জালিয়াতি: অফিস সহকারী কারাগারে

জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) জালিয়াতির মামলায় গ্রেপ্তার কুষ্টিয়া নির্বাচন অফিসের সাবেক অফিস সহকারী আনিসুর রহমান আনিসকে শুক্রবার কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত। পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) তাকে গত বৃহস্পতিবার বেলা ৩টার দিকে পাবনা থেকে গ্রেপ্তার করে কুষ্টিয়া আনে।

শুক্রবার দুপুরে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়ার পর তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল আদালতের বিচারক। কুষ্টিয়া শহরের বাসিন্দা এম এম এ ওয়াদুদ ও তার পরিবারের সদস্যদের নাম ও তথ্য দিয়ে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করেছিল একটি চক্র। উদ্দেশ্য ছিল এনএস রোডে এম এম এ ওয়াদুদের শতকোটি টাকার সম্পত্তি (বাড়িসহ জমি) আত্মসাৎ। এর অংশ হিসেবে তারা জাতীয় পরিচয়পত্র জালিয়াতি করে ছয়জনকে মালিক সাজান। ওই সম্পত্তি বিক্রিও করে দেন। জালিয়াতির বিষয়টি ধরা পড়লে গত বছরের ৩ সেপ্টেম্বর প্রথমে মামলা হয় জেলার কয়েকজন রাজনীতিবিদসহ ১৮ জনের নামে। আলোচিত এ ঘটনার মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে চিহ্নিত ব্যবসায়ী মহিবুল, যুবলীগ নেতা আশরাফুজ্জামান সুজনসহ সাতজন কারাগারে আছেন। তাদের বিচার চলছে। পরে জালিয়াতিতে যুক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়ায় এক উপসচিবসহ পাঁচজন নির্বাচন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আরেকটি মামলা হয়।

গত ৪ মার্চ কুষ্টিয়া মডেল থানায় মামলাটি করেন জেলার জ্যেষ্ঠ নির্বাচন কর্মকর্তা আনিসুর রহমান। সেই মামলার আসামিদের মধ্যে

আছেন ঢাকার নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের উপসচিব নওয়াবুল ইসলাম, ফরিদপুরের অতিরিক্ত আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা জিয়াউর রহমান, মাগুরা সদরের উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা অমিত কুমার দাস এবং কুষ্টিয়া নির্বাচন অফিস সহকারী জি এম সাদিক সত্যবাদী। ঘটনার সময় তারা সবাই কুষ্টিয়ায় কর্মরত ছিলেন। এ ঘটনায় একই দিন কুমারখালী থানায় করা আরেক মামলায় আসামি করা হয় কুষ্টিয়া সদরের নির্বাচন কর্মকর্তা সামিউল ইসলামকে। ঘটনার সময় তিনি কুমারখালী উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা থাকায় ওই থানায় মামলাটি করা হয়। ওই সময় কুষ্টিয়া নির্বাচন অফিসে অফিস সহকারী হিসেবে কর্মরত ছিলেন আনিসুর রহমান আনিস এবং জালিয়াতিতে তার সম্পৃক্ত থাকার প্রমাণ পায় মামলার তদন্ত সংস্থা সিআইডি। সিআইডির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবুল হোসেন বলেন, জালিয়াতিতে আনিসের যুক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়ার পরপরই বৃহস্পতিবার পাবনা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি পাবনা নির্বাচন অফিসের অফিস সহকারী। জবানবন্দিতে জালিয়াতিতে তিনিসহ অন্যদের জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন আনিস। বিষয়টি মামলার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন সিআইডির কর্মকর্তা আবুল হোসেন। তিনি বলেন, এই আসামিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনেরও একটি মামলা চলছে।

কুষ্টিয়ায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের মাঝে সাইকেল বিতরণ

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বাই সাইকেল বিতরণ করা হয়েছে। একই সাথে ৩৫ জন শিক্ষার্থীর মাঝে শিক্ষাবৃত্তি এবং ৬৪ জন শিক্ষার্থীর মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলা পরিষদ কার্যালয় চত্বরে ১৭জন জন শিক্ষার্থীর মাঝে এই সাইকেল বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক

মৃণাল কান্তি দে। এ

সময় তিনি বলেন, লাদেশ সরকার বাংলাদেশে বসবাসরত সব ধরনের জাতির জন্য সব ধরনের সুযোগ সুবিধা দিয়েছে। তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ও নৃগোষ্ঠী অন্যতম। তারাও বাংলাদেশ সরকারের দেয়া কোনো সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে না। তিনি আরও বলেন শিক্ষাক্ষেত্রে ও চাকরির ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। আজ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১৭ টি বাইসাইকেল দেয়া হয়েছে শুধুমাত্র তাদের লেখাপড়া ভালো করার জন্য।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান রাজিবুল ইসলাম খান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার শারমিন আখতার, কুমারখালী পৌরসভার মেয়র সামসুজ্জামান অরুণ, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জালাল উদ্দিন প্রমুখ। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপকরণ হিসেবে বাইসাইকেল বরাদ্দ দেয়া হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা বাইসাইকেল পেয়ে বেশ খুশি।

উপজেলা চেয়ারম্যান রাজিবুল ইসলাম খান, জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগ ‘বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত) শীর্ষক কর্মসূচীর আওতায় কুমারখালী উপজেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১৭জন ছাত্রীর মাঝে বাইসাইকেল, ৩৫ জন শিক্ষার্থীর মাঝে শিক্ষাবৃত্তি এবং ৬৪ জন শিক্ষার্থীর মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

যে কোন সময় কুষ্টিয়ায় লকডাউন

কুষ্টিয়া জেলায় কঠোরভাবে লকডাউন কার্যকর করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন করোনা প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে মহামারী করোনায় বর্তমানে কুষ্টিয়া জেলায় করনীয় বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে সংবাদ সম্মেলন শেষে তিনি এ কথা জানান। কুষ্টিয়ায় উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ উল্লেখ করে জেলা প্রশাসক জানান, জেলার

অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের সাথে আলোচনা করে খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এক্ষেত্রে জেলায় কঠোরভাবে লকডাউন কার্যকর করা হতে পারে।

সভায় কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা: এএইচএম আনোয়ারুল ইসলাম, কুষ্টিয়া জেনারলে হাসপাতালেল তত্বাবধায়ক ডা: আব্দুল মোমিন, কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের প্রধান সালেক মাসুদ, মেডিসিন বিশেষজ্ঞ এ এস এম মুসা কবির, কুষ্টিয়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আতিকুল ইসলাম, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান কুস্টিয়া প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক আনিসুজ্জামান ডাবলু, কুষ্টিয়া সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লবসহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা সিভিল সার্জন এইচএম আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, কুষ্টিয়ায় করোনা রোগী বাড়ার হার ঊর্ধ্বমুখী। এই মুহূর্তে লকডাউনের কোনো বিকল্প নেই। সেটা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। তা না হলে হাসপাতালে রোগীর চাপ সামলানো যাবে না।এছাড়াও ভ্রাম্যমাণ আদালতে জেল–জরিমানা করে তেমন কোনো কাজ হবে না। যে হারে করোনা পজিটিভের সংখ্যা বাড়ছে, তাতে মানুষকে অন্তত এক সপ্তাহ কঠোরভাবে ঘরে রাখতে হবে। তাহলে করোনার ঊর্ধ্বমুখী হার ঠেকানো সম্ভব না। ঈদের পর থেকে কুষ্টিয়ায় উদ্বেগজনক হারে বেড়ে চলেছে করোনার সংক্রমণ।

গত ১০ দিনে জেলায় ২৫৮ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে মৃত্যু হয় ৬ জনের। অধিকাংশ রোগী কুষ্টিয়া শহরকেন্দ্রিক। কুষ্টিয়ায় করোনা চিকিৎসার একমাত্র প্রতিষ্ঠান ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল, রোগীদের চিকিৎসা দিতে হিমশিম খাচ্ছে কর্তৃপক্ষ। হাসপাতালটিতে নেই কোন আইসিইউ, করোনা ইউনিটে শয্যা মাত্র ৪১টি। এরই মধ্যে সেখানে ৫০ জনেরও বেশী রোগী ঠাঁই নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আজ বৃহস্পতিবার (৩ জুন) বেলা ১২টায় জেলা প্রশাসনের সভাকক্ষে জরুরি সংবাদ সম্মেলন করেন জেলা প্রশাসক সাইদুল ইসলাম। এ সময় জেলার করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে গণমাধ্যমকর্মীদের মতামত নেন।

কুষ্টিয়ায় মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণ করলেন সদর উপজেলা চেয়ারম্যান

কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারমা্যণ ও শহর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আতাউর রহমান আতার উদ্যোগে বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পথচারীদের মাঝে মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে শহরের মজমপুর গেট এলাকায় এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও শহর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আতাউর রহমান আতা।

এসময় তিনি বলেন, করোনাভাইরাস একটি বৈশ্বিক মহামারী। বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশ এই মহামারীতে আক্রান্ত। কুষ্টিয়া শহরতলীর পরিবারের সবার প্রতি সরকার নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি ও বিধিনিষেধ মেনে চলার পাশাপাশি সার্বক্ষণিকভাবে মাস্ক পরিধান ও ঘনঘন হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহারের জোরালো আহ্বান জানান তিনি।

এ সময় জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আতিকুর রহমান অনিকসহ শহর আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দৌলতপুর সিমান্তে বাংলাদেশি নারীর মরদেহ ফেরত দিলো বিএসএফ

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্তে রাশিদা খাতুন (৪০) নামের এক বাংলাদেশি নারীর মরদেহ উদ্ধারের চারদিন পর পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে

ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার বিলগাথুয়া-জয়পুর সীমান্তে বিজিবির কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়। দৌলতপুর সীমান্তে বাংলাদেশি এসময় ৪৭ বিজিবি ব্যাটালিয়নের প্রাগপুর কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার আমজাদ হোসেন, দৌলতপুর থানার উপ-পরিদর্শক জিয়াউর রহমান জিয়া, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার চরমেঘনা বিএসএফ ক্যাম্পের অধিনায়ক এসি বিমল কুমার, হোগলবাড়িয়া থানার ইন্সপেক্টর ফারুক হোসেন ও করিমপুর থানার ওসি পিন্টু সরকার উপস্থিত ছিলেন। পরে নিহত রাশিদা খাতুনের মরদেহ বাংলাদেশে নেয়ার তার পরিবারের নিকট হস্তান্তর করে বিজিবি।

এর আগে, শনিবার (২৯ মে) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে দৌলতপুরের বিলগাথুয়া-জয়পুর সীমান্ত এলাকায় এক বাংলাদেশি নারীর মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কৃষ্ণনগর জেলা সদর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করে। রাশিদা খাতুন দৌলতপুর উপজেলার প্রাগপুর ইউনিয়নের গুড়ারপাড়া গ্রামের আব্দুল কাদেরের মেয়ে।

নতুন ঘর পেয়ে খুশীতে আত্মহারা দরিদ্র ভ্যানচালক রেজাউল

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের গোবরা গ্রামের দরিদ্র ভ্যানচালক খন্দকার রেজাউল ইসলামকে ঘর উপহার দিয়েছে বেসরকারী সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম। ঘর পাওয়ার পর তার পরিবারে ফুটে উঠেছে আনন্দের হাসি, বুকভরা আশার আলো।

তিন শতাংশ জমির উপর ভাঙ্গা চুরা খুপরি ঘরে স্বামী, স্ত্রী ও আট সন্তান নিয়ে বসবাস করতেন দরিদ্র ভ্যানচালক খন্দকার রেজাউল ইসলাম। বৃষ্টি এলে ঘরে পানি পড়তো। বসবাসের অযোগ্য এমন খুপড়ি ঘরেই কষ্ট করে পরিবারের সকল সদস্যদের বসবাস করা লাগতো।
রেজাউল ইসলাম ভ্যান চালিয়ে ঘর মেরামত তো দূরে থাক আট সন্তানের

একমুটো খাবার তুলে দিতে সব শেষ। বিষয়টি বেসরকারী সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফোরামের নজরে আসে।
এরপর মানবতা ও মানবিতার উজ্জল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে রেজাউল ইসলামের বাড়ীতে খুপড়ি ঘরের পরিবর্তে সেথানে নতুন করে আধাপাকা ঘর নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শনিবার এ ঘরটি হস্তান্তর করা হয়।

এ উপলক্ষ্যে দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফোরামের চেয়ারম্যান আশিকুল ইসলাম চপল এর সভাপতিত্বে ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে এসময় উপস্থিত ছিলেন চাঁদপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রাশেদুজ্জামান তুষার, আলহাজ্ব জহুরুল হক মাষ্টার, কাজী লিয়াকত আলী, মিজানুর রহমান মাষ্টার, সদর উদ্দিন মল্লিক, মোঃ লাভলু হাসান, তরুণ সমাজকর্মী শাব্বির আহমেদ, মিয়া মোঃ তৌসিফ, সিরাজুল ইসলাম লিটু সহ ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফোরামের অন্যান্য সদস্য বৃন্দ।

ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফোরামের চেয়ারম্যান আশিকুল ইসলাম চপল বলেন, ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম একটি অলাভজনক সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। সমাজের অসহা মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমরা চেষ্টা করে থাকি।শীতবস্ত্র, খাদ্যসামগ্রী বিতরণের পাশাপাশি বিভিন্ন সময় দরিদ্র মানুষের আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ও পানির জন্য টিউবয়েল স্থাপনসহ ভালো কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকি। এজন্য আমাদের সংগঠনের মাধ্যমে এছাড়াও বিভিন্নভাবে সহায়তা নিয়ে এসব অসহায় মানুষের পাশে থাকি। তিনি বলেন, দরিদ্র ভ্যানচালক খন্দকার রেজাউল ইসলাম তার পরিবারের সব সদস্যদের একসাথে শান্তিতে ঘুমানোর জন্য তিন রুম বিশিষ্ট বারান্দাসহ আধাপাকা একটি ঘর নির্মাণ করে দিয়েছি। এটির মোট ব্যায় হয়েছে ১ লাখ ৪০ টাকা।

নতুন ঘর পেয়ে খুশীতে আত্মহারা হয়ে ওঠে দরিদ্র ভ্যানচালক খন্দকার রেজাউল ইসলাম। এসময় তিনি আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠে বলেন, আমি একজন দরিদ্র ভ্যানচালক। নিজের একটুখানি মাথা গোঁজার ঠাই থাকলেও এতোদিন পরিবার-পরিজন নিয়ে কোনরকমে খুপড়ি ঘরের মধ্যে কোনোমতে জীবনযাপন করতাম। এখন ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফোরামের চেয়ারম্যান আশিকুল ইসলাম চপল আমাকে ঘর দিয়েছেন। আমিসহ আমার পরিবারের সবাই খুবই খুশি। এ আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।

নেচে-গেয়ে লাশ দাফনের পর ভণ্ডপীর শামীমের আরেক ভিডিও ভাইরাল

ঢোল-টগর বাজিয়ে নেচে-গেয়ে অনুসারীদের নিয়ে এক কিশোরের লাশ দাফনের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে এবার কথিত ভণ্ডপীর শামীমের আরেকটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে।

ভাইরাল হওয়া ওই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ভণ্ড শামীম আয়েশি ভঙ্গিতে ফুলের মালা গলায় দিয়ে চেয়ারে বসে আছেন। চারদিক থেকে তাকে ঘিরে রেখে নারী-পুরুষরা নেচে-গেয়ে ‘হরে হরে, হরে হরে, হরে শামীম, হরে শামীম’ বলে সবাই চিৎকার করছেন। শামীম একটি বড় গামলায় দুই পা দিয়ে রেখেছেন। আর ভক্তরা দুধ দিয়ে তার পা ধুয়ে দিচ্ছেন, কেউবা চুমু খাচ্ছেন। কেউ কেউ আবার হামাগুড়ি দিয়ে পায়ে মাথা ঠুকে তাকে সিজদা করছেন।

মোবাইল ফোনে ধারণকৃত দুই মিনিট এক সেকেন্ডের এই ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে এ নিয়ে আবারও কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নের পশ্চিম-দক্ষিণ ফিলিপনগর গ্রামে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয়েছে। বইছে সমালোচনার ঝড়। এতে স্থানীয়দের মাঝে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

স্থানীয় সংসদ সদস্য, ইউপি চেয়ারম্যানসহ এলাকার সাধারণ মানুষ অবিলম্বে এসব ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড বন্ধের পাশাপাশি ভণ্ড শামীমের বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

এর আগে গত ১৬ মে রাতে পশ্চিম-দক্ষিণ ফিলিপনগর গ্রামের মহাসিন আলীর কিশোর ছেলে আঁখি (১৭) ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। মহাসিন আলী ওই গ্রামের কথিত ভণ্ডপীর শামীমের অনুসারী হওয়ায় ছেলের মরদেহ তার হাতে তুলে দেন। ওইদিন রাতে শামীম তার অনুসারীদের নিয়ে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে নেচে-গেয়ে আঁখির মরদেহ দাফন করেন। স্থানীয় মুসল্লিরা এর তীব্র বিরোধিতা করলেও শামীম ও তার অনুসারীরা কর্ণপাত না করেই তাদের রীতি মেনে মরদেহ দাফন করেন। নেচে-গেয়ে

মরদেহ দাফনের ওই ভিডিও মোবাইলে ধারণ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছেড়ে দিলে তা ভাইরাল হয়।
কে এই শামীম?

শামীমের পুরো নাম মো. শামীম রেজা। তার বাবা মৃত জেসের মাস্টার ছিলেন স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। তার বড় ভাই শান্টুও স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ছিলেন।

শামীম পশ্চিম-দক্ষিণ ফিলিপনগর গ্রামের ইসলামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। ১৯৮৪ সালে ফিলিপনগর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাস করেন। কুমারখালী ডিগ্রি কলেজ থেকে এইচএসসি এবং ভেড়ামারা কলেজ থেকে বি কম পাস করে পরবর্তীতে ঢাকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে এম কম পাস করেন।

পড়ালেখা শেষ করে ঢাকার জিনজিরা এলাকায় একটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেন শামীম রেজা। পরবর্তীতে ওই চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঢাকার কেরানীগঞ্জের গোলাম-এ-বাবা কালান্দার জাহাঙ্গীর সুরেশ্বরীর মুরিদ হন এবং খাদেম হিসেবে সেখানে বসবাস শুরু করেন।
কথিত পীর গোলাম-এ-বাবা কালান্দার জাহাঙ্গীর সুরেশ্বরীর মুরিদ হওয়ার পর থেকে শামীম পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন। পরিবারের সদস্যরা অনেক খোঁজাখুজি করেও শামীমের সন্ধান লাভে ব্যর্থ হন।

২০০৭ সালে শামীম বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু সে বিয়ে দুই-তিন মাসের বেশি টেকেনি। প্রায় বছর দুয়েক আগেই হঠাৎ করেই শামীম নিজ গ্রাম ইসলামপুর ফিরে আসেন এবং তার বাড়িতেই আস্তানা গড়ে তোলেন। যে শামীম এক সময় জিন্সের প্যান্ট-গেঞ্জি পড়ে ঘুরে বেড়াতেন, এলাকায় ফিরে আসার পর দেখা যায় শামীমের মুখে লম্বা দাঁড়ি। গেরুয়া- পাঞ্জাবি পরা। পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া প্রায় দুই বিঘা জায়গা নিয়ে শামীম বসবাস শুরু করেন। সেখানেই তার আস্তানা।

স্থানীয়রা জানান, শামীম এবং তার অনুসারীরা পুরোপুরি নাস্তিক। তারা ইসলাম ধর্ম, আল্লাহ, নবী-রসুল কোনো কিছুকেই বিশ্বাস করে না।
শামীমের আস্তানায় দিনরাত সব সময় কমবেশি লোকজন আসা যাওয়া করতে দেখা যায়। ফকির-সাধু ভেবে এলাকাবাসী এতোদিন তাকে গুরুত্ব দিতো না। কিন্তু দিন দিন শামীমের আস্তানায় তরুণ-তরুণী, নারী-পুরুষ,

শিশু থেকে সব বয়সী মানুষের আনাগোনা বাড়তে থাকে।
প্রায় রাতেই আস্তানায় ঢোল-ডগর বাজিয়ে অশ্লীল নাচ-গানের আসর বসতে দেখা যায়। গান-বাজনার পাশাপাশি চলে গাঁজা-ইয়াবা সেবনের আসর।

বছরে দু-একবার শামীমের আস্তানায় ওরশ বসে। তার শত শত ভক্ত-অনুসারীরা এখানে ভিড় জমান। অনেকটা হিন্দুরীতিতে নেচে-গেয়ে তারা শামীমের নাম যপ করতে থাকেন।

এলাকাবাসী জানান, শামীমের ভক্ত-অনুসারীদের বেশিরভাগই অল্প বয়সী তরুণ-তরুণী। শামীম নিজে এবং তার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন অনুসারী অশিক্ষিত এবং অল্প শিক্ষিত মানুষজনকে মগজ ধোলাই করে শিষ্যত্ব লাভে বাধ্য করেন। প্রায় দুই বছর ধরে তার আস্তানায় নাচ-গানসহ অশ্লীল এবং ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড চললেও মূলত গত ১৬ মার্চ আাঁখি নামের এক কিশোরের লাশ ঢোল-তবলা বাজিয়ে নেচে-গেয়ে দাফন করার পর থেকে শামীম সবার আলোচনায় চলে আসেন।

ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকাবাসী নেচে-গেয়ে ঢোল-ডগর বাজিয়ে মরদেহ দাফন করা থেকে শুরু করে একের পর এক ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ডের কারণে ক্ষোভে ফুঁসে উঠেছে ইসলামপুর গ্রামের মানুষ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে শামীমের একের পর এক ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ডের ভিডিও ভাইরাল হওয়ায় এ নিয়ে সব শ্রেণি-পেশার মানুষের মাঝে সমালোচনার ঝড় উঠেছে।
দৌলতপুর উপজেলা যুবলীগের ১নং যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম কবিরাজ বলেন, ‘নেচে-গেয়ে ঢোল-ডগর বাজিয়ে লাশ দাফন করার পরের দিন আমরা স্থানীয় মসজিদের ইমামসহ এলাকাবাসী ইউএনও এবং ওসির কাছে গিয়েছিলাম। তারা আমাদের আইন হাতে তুলে না নিয়ে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিষয়টি মোকাবিলা করার কথা জানিয়েছেন।’

ফিলিপনগর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান ফজলুল হক কবিরাজ বলেন, ‘শামীম একজন ভণ্ড। ইসলামের নাম নিয়ে সে যেসব অপকর্ম করছে একজন মুমলমান হিসেবে তা কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না।’ প্রশাসন যা বলছে

ভণ্ডপীর শামীম প্রসঙ্গে কথা হয় কুষ্টিয়া-১ দৌলতপুর আসনের আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য আ ক ম সারোয়ার জাহান বাদশার সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘শামীম আর আমার ওয়ার্ড একই ৬নং ওয়ার্ডের। আমরা একই গ্রামের মানুষ। প্রায় এক যুগেরও বেশি সময় শামীম নিখোঁজ ছিল। ইসলামের নামে সে আস্তানা বানিয়ে যা করছে তা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য

নয়।’

‘শামীমের বাবা এবং বড়ভাই স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। একসময় তারা খুবই ভদ্র পরিবার হিসেবে এলাকায় পরিচিত ছিলেন। শামীম ফিরে এসেছে শুনে ৪-৫ মাস আগে একদিন আমি শামীমের বাসায় গিয়েছিলাম। কিন্তু তখনও শামীমের এসব ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমি জানতাম না। গত ১৬ মে আমার গ্রামের আঁখি নামের একটা ছেলে মারা যায়। আমি ছেলেটার জানাজায় অংশগ্রহণ করার পর দেখি দাফন করতে দেরি হচ্ছে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর কয়েকজন বলল, আপনি বাসায় যান, আমরা দেখছি। আমি বাড়ি ফিরে গেলাম। পরের দিন সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখলাম নেচে-গেয়ে ঢোল-ডগর বাজিয়ে লাশ দাফন করছে শামীম ও তার লোকজন। বিষয়টি দেখেই আমি দুজন প্রতিনিধিকে শামীমের বাসায় পাঠায় কেন সে এ ধরনের ইসলামবিরোধী জঘন্য কর্মকাণ্ড করেছে। শামীম আমার দুই প্রতিনিধিকে বলেছে, সে যেটা করছে সেটাই নাকি সঠিক। তার কাছে এর প্রমাণ রয়েছে। আমরা যেটা করি সেটাই নাকি বেঠিক। ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। আমরা তার এসব ইসলামবিরোধী কর্মকান্ডের ঘৃণা এবং তীব্র নিন্দা জানাই।’

জানতে চাইলে দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শারমিন আক্তার বলেন, ‘শামীমের ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড জানার পর আমরা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাকে সর্তক করে দিয়েছি। এ ব্যাপারে কেউ তার বিরুদ্ধে লিখিত কোনো অভিযোগ করেনি। লিখিত অভিযোগ পেলে এ বিষয়ে আমাদের পক্ষে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা সুবিধা হবে।’

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোস্তফা বলেন, শামীমের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে কেউ কোনো লিখিত অভিযোগ করেনি। লিখিত অভিযোগ পেলে অবশ্যই তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মামুনুলের পক্ষে বক্তব্য দেওয়ায় চাকরিচ্যুত সেই এএসআই গোলাম রাব্বানীর

হেফাজত ইসলামের নেতা মামুনুল হকের পক্ষ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক লাইভে এসে বক্তব্য দেওয়ায় কুষ্টিয়া পুলিশের সেই সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) গোলাম রাব্বানীকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। তদন্তে দোষী প্রমাণিত হওয়ায় গত ২৩ মে তাকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মো. খায়রুল আলম এএসআই গোলাম রাব্বানীর চাকরিচ্যুতির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
জানা গেছে, এএসআই গোলাম রাব্বানীর গ্রামের বাড়ি দিনাজপুর জেলায়। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে তিনি কুষ্টিয়া শহরের কমলাপুর এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকেন। তিনি কুষ্টিয়ার ইন সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারে কর্মরত ছিলেন।

গত ৩ এপ্রিল এএসআই গোলাম রাব্বানী পুলিশের পোশাক পরে ফেসবুক লাইভে আসেন। সেখানে মামুনুর হকের পক্ষে তার বক্তব্যটি ভাইরাল হয়ে যায়। পরে পুলিশের খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি ড. মুহিদ উদ্দিন বিষয়টি তদন্ত করার জন্য কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মো. খাইরুল আলমকে নির্দেশ দেন।

পুলিশ সুপার জানান, তদন্তে দোষী প্রমাণিত হওয়ায় গত ২৩ মে তাকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
এদিকে চাকরিচ্যুত হওয়ার পর সাবেক এএসআই গোলাম রাব্বানী কুষ্টিয়া শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে হ্যান্ড মাইক নিয়ে বক্তব্য দিচ্ছেন। চাকরি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার তিনদিন পর গত বুধবার শহরে সদ্য নির্মিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালের কাছে দাঁড়িয়ে হ্যান্ডমাইক হাতে তাকে বক্তব্য দিতে দেখেছেন অনেকে। অনেকেই সাবেক এই পুলিশ কর্মকর্তার বক্তব্য মুঠোফোনে ভিডিওধারণ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ছেড়ে দিলে সেটিও ভাইরাল হয়ে যায়। মুখে দাঁড়ি, মাথায় টুপি,পাঞ্জাবি-পায়জামা পরিহিত অবস্থায় ৫ মিনিট ৪৯ সেকেন্ডের ওই ভিডিওর শুরুতেই দেখা যায় গোলাম রাব্বানী র্যাব-পুলিশকে বিষোদগার করে বক্তব্য রাখছেন।